গীত সিন্ধু।

অর্থাৎ

নানাবিধ রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক

বিরচিত।

রচিলাম গীত সিন্ধু   *   *   *
তিরস্কার, পুরস্কার, যা থাকে ললাটে,
লভিব যতনে সদা শিরধার্য্য করি।

গ্রন্থকারস্য।

কলিকাতা।

নং ১০৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে"
শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র, ১৩০৮ সাল।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গীত সিন্ধু, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের এবম্বিধ নাম দিবার অন্য কোন কারণ ছিল না, কেবলমাত্র নূতন নামের অনুরোধেই এই নাম দেওয়া হইল।

এক্ষণে গীত সিন্ধুর প্রথমার্দ্ধে পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক গান সকল প্রকটিত করিয়া, দ্বিতীয়ার্দ্ধে, বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় রস বিশিষ্ট টপ্পা সকল সংযোজিত করা হইল।

পরে ইহাও বক্তব্য, যদি কোন গানের রাগ রাগিণী বিপর্য্যয় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা হইলে মহাত্মা গুণীগণ স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইবেন, ইতি।—

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক,
শ্যামবাজার।

কলিকাতা,
সন ১২৯২ সাল, বৈশাখ।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে পরিশিষ্ট দেওয়া ছিল না। ক্রমে তীর্থ পর্য্যটন কালে, অথবা সময়ে সময়ে যে সকল গান রচনা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ কালে সেই সকল গান একত্র করিয়া পরিশিষ্ট অংশে প্রকাশ করা হইল।

পরে বক্তব্য এই, রচয়িতাকে যিনি ভাল বাসিবেন, অবশ্য তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি, যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন এবং যত্নপূর্ব্বক পুস্তকখানিকে নিজে রক্ষা করিবেন, ইতি।—

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক,
শ্যামবাজার।

কলিকাতা,
চৈত্র, ১৩০৮ সাল।

গীত সিন্ধু।

রাগিণী সুরট মোল্লার—তাল জৎ।

মন, মানসে গণেশে কর শরণ।
হবে মোহ ধ্বান্ত নিরাকৃত উদয় জ্ঞান তপন॥
যাঁর কৃপাবলে ভূমণ্ডলে, লভে চৈতন্য সকলে, বিধি আদি বেদে বলে, বলে যোগী গণ; জ্ঞানরূপি গজানন, শরণে বিঘ্ন নাশন, আছে এই নিরূপণ, পঞ্চানন নন্দন॥
হয় সর্ব্বাগ্রে যাঁহার পূজা, যস্য মাতা দশভূজা, তস্য পদাম্বুজে কর প্রণিপাত; তিনি সিদ্ধি দাতা নরে, আছে ব্যক্ত চরাচরে, অতএব বলি তোরে, শুনরে অবোধ মন॥—১

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল জৎ।

এস মা শারদে তোমায়, ডাকিতেছি সকাতরে।
হয়োনা বঞ্চিতে চিতে এ অধমে ঘৃণা করে।

শুনিতে পাই ভুবণ্ডলে, যোগী ঋষি সবে বলে, তব কৃপাবলে বলে সুবচন বোবা নরে। সাধিতে মানস বৃত্তি, রাখিতে ভারতে কীর্ত্তি, ও পদ কমল বিনে গতি নাহি চরাচরে॥

কত ২ কবি কুল, গাঁথিয়া নূতন ফুল, মনোসাধে রাঙ্গাপদে, সাজাইছে একান্তরে। আমিতো মা নাহি জানি, কোথা পাব সে গাঁথনি, কে শিখাবে হে বরদে কৃপা করে এ কিঙ্করে॥—১

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হে করুণা ময় বিতর করুণা দীনে।
পতিত পাবন হরি কাণ্ডারী ভব তুফানে॥
বিরিঞ্চি বাসব ভব, কে জানে মহিমা তব, কৃপা কর হে কেশব, অকৃতি ভজন হীনে॥
অনিত্য বিষয় লোভে, ভ্রমিতেছি নিশি দিবে, জানিনা শেষে কি হবে, জীবন যাবে যে দিনে॥—৩

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

মা! কে বুঝিবে তব মায়া।
যত বুদ্ধিমান, সাধ্য আছে কার, সবে মানে হার, ওমা শম্ভুজায়া॥
... বিশ্ব করেছ রচনা, শোক অসন্তোষ জ্বালা

আর যন্ত্রণা ; সদা হাহাকার, একি চমৎকার, মিলেনা কাহার শান্তি সুখ ছায়া ॥

পড়িলে প্রবল ঘটনা তরঙ্গে, সুরাসুর নর কাঁপে গা আতঙ্গে ; বৈগুন্যতা বলে, গ্রহ দলে দলে, জ্বলে প্রাণ জ্বলে সভয়ে অভয়া ॥—৪

রাগিণী সুরট মোল্লার—তাল কাওয়ালি। *

মরি ২ কি করি শিব রাণী।
এ তনু তরণীরে, ভাসায়ে ভব নীরে ; তরঙ্গে, আতঙ্গে, না সরে বদনে বাণী ॥
যে জন চরণ ভাবে, অনায়াসে পারে যাবে, পতিত মানবে শিবে, বল কিরূপে তরিবে ; তপন তনয়ে ভেবে ব্যাকুল হল পরাণী ॥—৫

রাগিণী পরজ—একতালা।

কে তুমি কার কুল নারী।
উনুমত্তা দিগম্বরী ; ব্যক্ত করে বল যদি, পরিচয়ে চিন্তে পারি ॥
সময়ে দানবে কাটী, কি সেজেছ পরিপাটী, করেতে বেষ্টিত কোটী, মুণ্ডু মালা গলে পরি ॥

---

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে।

বয়সে হেরি ষোড়শী, করেতে খর্পর অসি, মুখে অট্ট ২
হাসি, একি ভাব ভয়ঙ্করী ॥

স্বভাব দেখি বিভিন্ন, লোক লাজ নাহি গণ্য, কি জন্য
শরণাপন্ন (তব) চরণেতে ত্রিপুরারি ॥— ৬

রাগিণী মোল্লার—তাল কাওয়ালী।*

মরি মরি! কি উপায় করিব এখন।

মনাগুণে দিবা নিশি জ্বালাতন; এদুখ অসুখ, কারে কই
দয়াময়ী, অসময় ঋপুচয় পাছে বধে এ জীবন ॥

তনূধামে টেকা ভার, শব্দ হাহাকার, স্তব্ধ হয়েছি শুনে
জন্মে বাকি কি আর; ভেবে ভেবে যায় প্রাণ, কিসে পাব
পরিত্রাণ, ভব রাণী, গো জননী, বিনে তব শ্রীচরণ ॥— ৭

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

শরণ লয়েছি তব চরণ কমলে শিবে।

এ ভব সংসারে ফিরে, ফিরে না আসিতে হবে ॥

জননী জঠরে কিম্বা ঘোর কুম্ভী পাকে, কার সাধ্য করে বাধ্য
কে আমারে রাখে; অবশ্য জন্ম মরণ, হবেনা রবে বারণ,
দুরান্ত কৃতান্ত এবে কৃতান্ত সম দেখিবে ॥

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে।

শুনেছি ২ মাগো শুনেছি পুরাণে, বিধি ভব পরাভব তব শ্রীচরণে; যোগী ঋষি গণে, সদা ভাবে ধ্যানে, (তুমি) অচিন্ত রূপিণী অন্তে মুক্তি প্রদায়িনী জীবে ॥—৮

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কোথা নারায়ণ, শ্রীমধু সূদন, লয়েছি শরণ, তব চরণে।
(ওহে) ভব কর্ণধার, চরণ তরণী তোমার, দিয়ে কর পার ভব তুফানে ॥

মায়াময় নদী অকুল পাথার, নাহি নৌকা তাহে নাহি কর্ণধার, কিসে হব পার, নাজানি সাঁতার, দয়াময় হে: কর স্বগুণে উদ্ধার, ভজন হীনে ॥

স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ শিশুগণ, যে তোমায় মনে করে হে শরণ, ওহে জনার্দ্দন, মুক্তি বিতরণ, কর তায় হে: আছে পুরাণে লিখন, শুনেছি শ্রবণে ॥ ৯

রাগিণী খট—তাল একতালা ॥

প্রণাম করি, কাশীশ্বরী, জননী অন্নপূর্ণে।
করে দয়া, মহামায়া, পদছায়া, দে মা দীনে ॥

এসেছি মা আশা করি, সুখ বাস পরিহরি, তব ও চরণ যুগল, তরী পাবার জন্য: হয়ে সদয়, হও মা উদয়, হৃদয় মাঝে, পাষাণ কন্যে ॥

নর বপু কারাগারে, যে দুঃখ জানাব কারে, দিবা নিশি মায়া ঘোরে, রয়েছি আচ্ছন্নে; ভক্তি পথে, লয়ে যেতে, কে আর আছে তোমা ভিন্নে। বারানশী, পুরে আসি, দরশনে হলেম ধন্যে ॥—১০

রাগিণী সুরট—তাল জৎ।

রাধে পাব কি তব শ্রীচরণ। (ও শ্রীরাধে পাব কি)

আমি অভাজন, নাজানি সাধন, তুমি আদ্যা শক্তি স্বরূপিণী, পুরাণে আছে লিখন ॥

ও পদ করে ধরি, বৃন্দাবন চন্দ্র হরি, অলক্ত দাগেতে করে রঞ্জন; ও পদধূলি, মস্তকে তুলী, আনন্দে নৃত্য করে যোগীগণ ॥

ও পদ আশা করি, এসেছি ব্রজপুরি, কিশোরী, পরিহরি নিকেতন; সদা সর্ব্বক্ষণ, ও রাঙ্গা চরণ, দরশন করি এই আকিঞ্চন ॥—১১

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়া।

কোথা গোমা শম্ভু জায়া, অভয়া ভয় নাশিনী।

লয়েছি শরণ পদে, বিপদে রাখ জননী ॥

না জানি কি কর্ম্ম দোষে, বসতি ভূতের আবাসে, পঞ্চ ভূত সহবাসে, হুতাশে শুখাল প্রাণী ॥

পড়েছি মা দেহ ফাঁদে, ছ'জনে লেগেছে বাদে, কিসে ত্রাণ পাব প্রমাদে, কাঁদে প্রাণ দিবা রজনী ॥

যদি বল এ সংসারে, ভ্রমিতেছি কর্ম্ম ফেরে, তাবলে কি সন্তানেরে, নিদয়া হবে আপনি ॥—১২

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হতে এলাম আরো কোথা যেতে হবে।
পড়েছি অজানা পথে কে পথ দেখায়ে দিবে ॥
আশা মরীচিকা ভ্রমে, অগ্রগামী ক্রমে ২, শ্রান্ত হলেম পথ শ্রমে, এ পথ ফুরাবে কবে ॥
চলিতে শকতি নাই, সদা পোড়ে পোড়ে যাই, তথাপি এপদ বাড়াই, কেমনে শান্তি মিলিবে ॥—১৩

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

সদা প্রাণ কেঁদে উঠে, যেন কি পাবারি তরে।
স্মরিলে স্বপন প্রায় মিশায়ে যায় অন্তরে ॥
শত উচ্চ আশা গিরি, মনে যোঝাযুঝি করি, চূর্ণ হল ভাঙ্গি চুরি, নিরাশা ঝটীকা ভরে ॥
এ গৃহ বিগ্রহ বাস, নাহি শান্তি সুখ আশ, মনে হয় এই অভিলাষ, ছুটে যাই স্থানান্তরে ॥—১৪

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

তুমি এই বৃন্দাবনে, রাখালের সনে, কেন কর গো চারণ।

জানিতে একান্ত, তব আদি অন্ত, বাঞ্ছা আমার সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

কেবা পিতা মাতা, কেবা ভগ্নী ভ্রাতা, কোথা তব নিকেতন। কিছলে গোকুলে, কোথা হতে এলে, বল ২ শুনি বিবরণ ॥

একি ভাব দৃষ্ট, রাখাল উচ্ছিষ্ট, কেন করহে ভোজন। কিবা অনুরাগে, অলক্তের দাগে, রঞ্জিত কর রাধা চরণ ॥—১৫

রাগিণী সুরট—তাল জৎ।

বল, বো বো-ব্যোম, ব্যো-বো-ব্যোম বদনে।

ভাব মানসে, সে আশুতোষে, যাবে তপন তনয় ভয় মৃত্যুঞ্জয় শরণে ॥

মানবের দেখি দুর্গতি, ত্যেজে কাশী কাশীপতি, অকৃতিরে দিতে গতি চরণে। হয়েছেন সদয়, আর নাইক ভয়, (এখন) কররে অচলা ভক্তি শিব নাম সাধনে ॥—১৬

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কহ হর দিগম্বর এ আকার কার তরে।

চড়ে একটা বুড় ষাঁড়ে সদা ফের দ্বারে দ্বারে ॥

হেরম্ব জননী বুঝি খেদায়ে দিয়েছে, কিম্বা সুরধুনী তব

অলঙ্কার চেয়েছে; কি ভাবে হলে বিবাগী, বল হে শঙ্কর যোগী, কিম্বা বুদ্ধি হারায়েছ সিদ্ধি খাওয়া বৃদ্ধি করে॥

কুচনি পাড়াতে সদা কর গতা গতি, কি গুণে বেন্ধেছে তোমায় কোচের যুবতি, বাসেতে বাসেনা মন, কেন ওহে ত্রিলোচন, সঁপেছ কি ও জীবন ভক্ত কোন কুচনিরে॥—১৭

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল পোস্তা।

নেংটা হরের প্রেমে মজে প্রাণ হল ব্যাকুল।

(ওসই ক্ষেপা হরের)

কি করিব, কোথা যাব, খুঁজে পাইনে মূল॥

এলে শিব চতুর্দ্দশী, অমনি লাগায় প্রেমের ফাঁসী রৈতে নারি দৌড়ে আসি, মজায়ে জাত কুল॥

ভেবে ছিলাম ক্ষেপার প্রেমে, মজবনা আর কোন ক্রমে, ভুলতে চাই ভোলেনা ভ্রমে, হয়না স্থূলে ভূল॥—১৮

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

আমরি কি হেরি অনুপাম।

অনুপম, কি সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকৃতী নৃত্যগতি অবিরাম॥

অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহন বাঁশী, হেরিলে হয় মন উদাসী, ওহে হৃষিকেশ; বেশ ২ কি সুবেশ, পরিধান পীতাম্বর, নটবর ঘনশ্যাম॥

বামেতে শ্রীমতী রাই, তুলনা জগতে নাই, কি শোভা হয়েছে মরি নিকুঞ্জবনে। যুগল মিলনে; বাঞ্ছা করি, সদা হেরি, ওহে হরি গুণধাম ॥—১৯

রাগ ভৈঁর—তাল খয়রা।

বন্দে রাম গুণ ধাম সীতাপতি রাঘবং।

সীতাপতি রাঘবং জানকী পতি রাঘবং ॥

সূর্য্য বংশ অবতংশ রক্ষকুল লাঘবং ॥

মন্ত্রী যস্য জাম্বুবানং, সেবকস্য হনুমানং, মিত্র যস্য বিভীষণং, কপি রাজ সুগ্রীবং ॥

তংহি বিষ্ণু বিশ্ব স্বামী, অনাদি অন্তর জামী, ভক্তি মুক্তি ন জনামি, দেহি পদ পল্লবং ॥—২০

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল তেতালা।*

কাতরে ডাকি মা গঙ্গে তোমারে, করিয়ে মিনতি।

তুমি সুখদা, তুমি মোক্ষদা, তুমি জ্ঞানদা অন্নদা গঙ্গে, তুমি অগতির গতি।

এসে এই ভবপারে, সদা ডাকি মা তোমারে, তার তায় কৃপাকরে, কেন হও বিস্মৃতি ॥

তব মহিমা সাগর, বেদাগমে অগোচর, পতিত পাবনী তার, আমি মা অজ্ঞান অতি ॥—২১

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।*

দিতে গতি ভাগীরথী অধিষ্ঠান ।

কয় পুরাণে বাণী, জীবিত কি গত প্রাণী, নৃপ মুনি আদি অগণন ; অগণন প্রাণীগণ পায় পরিত্রাণ ।

বিষ্ণু পদেতে উদ্ভব, শিরে ধরেন সদা শিব, অশিব নাশিনী জননী ; যিনি ভব ভয় হারিণী, তেজি পিতামোহ কমণ্ডলে বাসস্থান ॥—২২

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল কাওয়ালি ।*

দেখ গঙ্গে সেদিনে এদীনে, শরণ রেখ চরণে ।

আমি অতি শিশু মতি, গতি বিহীনে ॥

জননী ধরণীতলে, দিবানিশি ক্রীড়া ছলে, থাকি না তোমারে ডাকিনে ॥

তপন তনয় দূতে, গোপনে আসিবে নিতে, একথা স্বপনে জানিনে ॥--২৩

রাগিণী ললীত বিভাষ—তাল দোলন ।*

তার ২ সুরধুনী, তার মা অধম জনে ।

তুমি না তারিলে তারা, কে তারে ভজন হীনে ॥

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে ।

ও চরণ অভিলাষে, এ প্রপঞ্চ ভূমে এসে, পঞ্চ ভূত সহ-
বাসে, সহেনা যাতনা প্রাণে ॥

একে তনু পাপে ভরা, জীয়স্তে হয়েছি মরা, চির জরা ভেবে
সারা, কি করি তারা ; নাজেনে ছ'জনে এনে, দিবানিশি জ্বলি
প্রাণে, তোমার চরণ বিনে, দীনের গতি আর দেখিনে ॥—২৪

রাগিণী খট—তাল একতালা।

চরণে ধরি, ওহে গিরি, এনে দাও আমার ঝিয়ে।
এই মিনতি, ও প্রাণ পতি, পশুপতি স্থানে গিয়ে ॥

কি কব আর তব স্থানে, রয়েছি বিষন্ন মনে, শিবের সনে
উমা ধনে পাঠায়ে দিয়ে ; নাই অঙ্গে বল, সদাই কেবল, জ্বলে ২
উঠে হিয়ে ॥

শোকেতে হৃদয় গলে, মৈনাক ডুবিল জলে, তুমি কি
পাষাণ হলে, আমার লাগিয়ে ; হও সত্বর, ধরাধর, আর কি
কর হে বসিয়ে ; এই অকিঞ্চন, যুড়াই জীবন, মায়ের বদন
নিরক্ষিয়ে ॥—২৫

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা ॥

গাতোল গাতোল রাণী, কেন ধরাসনে আর।
লয়ে গুহ গণপতি (ওমা) নন্দিনী এল তোমার ॥

উমা নয় সামান্য মেয়ে, কোলে লহ দ্রুত গিয়ে, চন্দ্রাননে চুম দিয়ে, (আহা) ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥

দাসীর বচন ধর, কুন্তল বন্ধন কর, সম্বরি পর অম্বর, তেজমা বিষাদ; ডাকি প্রতিবাসীগণে, দেহ দাঁড়া গুয়া পানে, মঙ্গলারি আগমনে, কর মা মঙ্গলাচার ॥—২৬

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

এত দিনের পরে কি মা, মনে হল তোর মা বলে।
ডাক মা বলে মা আমায়, আয় মা একবার করি কোলে ॥

ওমা উমা শোন্ মা শোন্, না হেরে তোর চন্দ্রবদন, দুখানলে দহে জীবন, ভাসি দুনয়নের জলে ॥

হারা হয়ে পুত্র নিধি, কাঁদিতেছি নিরবধি, কেমনে হৃদয় বাঁধি, তুমি মা নিদয়া হলে ॥— ২৭

রাগিণী সেহাগ—তাল ঠেকা।

দুখো সহে না অন্তরে।
সহেনা অন্তরে দুখো, সহে না অন্তরে ॥
দারিদ্র জনেরে কভু কেহ না আদরে ॥

নাহি মা এমন স্থল, কারে জানাইব বল, প্রবল দারিদ্রানল, দহে কলেবরে ॥

তুমি মা পাষাণ হয়ে, পাষাণে বেঁধেছ হিয়ে, দেখনা একবার চেয়ে, অকৃতি কুমারে ॥

শম্ভু, কি দিবেন বর, আপনারি দুখে কাতর, ভিক্ষা মাগেন নিরন্তর, উদরেরি তরে ; দুটী ভাই গুহ গণ, কব কি তার বিবরণ, বড়টী বড় কৃপণ, ছোটকে কে ধরে ॥—২৮

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কেন ওরে মন, ভাব অকারণ, অদৃষ্ট লিখন, কে পারে খণ্ডাতে।

সবে আছে বাধ্য, নাহি কারো সাধ্য, করিতে তিলার্দ্ধ, অন্যথা তাতে ॥

জন্মাবধি যত কর্ম্ম এ ধরাতে, পূর্ব্বে কর কিম্বা করিবে পশ্চাতে, তব ললাটেতে, লিখেছে অগ্রেতে, বিধাতায় হে ; (ও মন) তুমি কেবল আছ উপলক্ষ যাতে ॥

তেজ দুঃখ ভাব হওরে সন্তোষ, কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে কোরনা অলস, বৃথা করে রোষ, দিওনাক দোষ, অন্য কে, হে ; (ভাব) বিপদে সম্পদ লভ্য যে পদেতে ॥—২৯

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

আমার ! কি লেখা আছে অদৃষ্টে।

কে করে তার তথ্য, সত্য কি অসত্য, নিত্য পথ্য বিনে, আছি কষ্টে সৃষ্টে ॥

অন্ন চিন্তা করে দিবানিশি ভ্রমি, ভক্তি তত্ত্বে মন হয় না

অনুগামী ; একি বিড়ম্বনা, যায় না কিছু জানা, হয় না উপাসনা, বিনা ইষ্ট নিষ্ঠে ॥

এই কি তোমার মনে ছিল ত্রিনয়না, ভুঞ্জিবারে সদা জ্বালা আর যন্ত্রণা ; আন্‌লে আমায় ভবে, করে কি মন্ত্রণা, বুঝিতে না পারি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টে ॥—৩০

রাগিণী সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

মনে ! সন্দ করে নিরানন্দ, কিজন্য হলে।
পাবে খাঁটী, পরিপাটী, অন্বেষণ করিলে ॥

যাঁর সৃষ্টি এসংসার, তিনি সত্য সারাৎসার, কখন বা নিরাকার, কভু হন সাকার ; সত্য কথা, নয় অন্যথা, পুরাণে প্রচার ; হেন সাধ্য আছে কার, বুঝ্‌বে তাঁর লীলে ॥

তুমি ত নও কচি খোকা, কথা জান চোখা ২, একটুখানি বেঁধে ধোঁকা, বোকা বনিলে ; সংশয় তিমিরে মিশে দীশে হারালে ; এ ব্রহ্মাণ্ড, কর্ম্ম কাণ্ড, জেনে পাসরিলে ॥—৩১

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়া।

চলরে মন নিত্যধামে, ভুলে পরমাত্ম কথা।
আত্মতত্ত্ব পাসরিয়ে, কেন ভ্রম যথা তথা ॥
শুনরে বলি সন্ধান, কর হরি গুণ গান, তেজ দম্ভ অভিমান, তেজ এ দেহ মমতা ॥

বাধ্য করি বাসনারে, প্রবৃত্ত হও সদাচারে, জ্ঞান কাণ্ড অনুসারে, লাভ কর পবিত্রতা ॥

তেজ্য করি দ্বেষাদ্বেষ, গ্রাহ্য কর উপদেশ, ঘুচিবে যন্ত্রণা ক্লেশ, হলে হৃষিকেশাশ্রিতা ॥—৩২

রাগিণী ইমন—তাল আড়া।

কেন এত ভয়ে ভীত, যেতে শান্তিনিকেতনে।

বুঝেছি হয়েছ দোষী, পরমেশ পিতা স্থানে ॥

সেখানে কি বলে এলে, হেথা এসে কি করিলে, আগে কেন না ভাবিলে, উপায় তাহার; এখন ফুরাল দিন, পরমায়ু হল ক্ষীণ, তুমিত নওহে অপ্রবিণ, জান সকল মনে মনে ॥

মায়াময় এসংসার, কেবা পিতা পুত্র বা কার, ভেবে দেখ বার বার, সকলি অসার; যুগযুগান্তর আদি, পূর্ব্বাপর এই বিধি, সম্বন্ধ জীবনাবধি, আছে মাত্র দেহ প্রাণে ॥—৩৩

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

জরাতে করিল পরাজয়। জীবনে সংশয় ॥

হয়েছি জীয়ন্তে মরা, আর কি ভজন সাধন হয় ॥

যখন ছিল সামর্থ, ছিলাম সদা প্রেমে মত্ত, না ভাবিলাম পরমাত্ম, তত্ত্বজ্ঞান হলনা উদয় ॥

নিরখিয়ে জরাতুরে, সবে অনাদর করে, জরাতে বল বুদ্ধি হরে, ঝুরে আঁখি অতিশয়॥

জরা পরাজয়হতে, পরাজয় নাই অবনীতে, বিপন্ন শরণাগতে, অভয়া দেমা অভয়॥—৩৪

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

গেল দিন হল সন্ধ্যে।

ভুলেছ কি প্রেম গন্ধে॥

না ভাবি স্বকাল, খোয়ালে বৈকাল, কাটাবে কি কাল, মায়াপ্রবন্ধে॥

সম্মুখে আগতা ভয়ঙ্করী নিশি, না হবে উদয় তারা কিম্বা শশী, তথাপি এখন রয়েছরে বসি, নিশ্চিন্ত ভাবেতে পরমানন্দে॥

গন্তব্য স্থানেতে গমন কারণ, সময় থাকিতে কর আয়োজন, ওরে মূঢ় মন লহরে শরণ, নিত্যনিরঞ্জন চরণার বৃন্দে॥—৩৫

রাগিণী আলিয়া—তাল কাওয়ালি।

পার কর ওমা সুরধুনী।

পড়ে অকুল ভবতরঙ্গে, সদা মরি মা আতঙ্কে, হতে পার সাঁতার নাজানি॥

অসার সংসার জ্বালা সয় না, জরাতে হয়েছি জীর্ণ জীবন আর রয়না; আমার হয়ে কেউত কথা কয় না, এ দুঃখ জননী

প্রাণে সয়না; গেল দিন ফুরায়ে গেল, নিকটে শমন এল, ভরসা তুমি কেবল, পতিতপাবনী॥

ভাই বন্ধু দারা সুত স্বগণে, অকর্ম্মণ্য দেখে আমায় কেহনা কথা শুনে, (করে) অমঙ্গল কামনা মনে মনে; সে দিনে কে তারে মা তোমা বিনে; (দেখি) সাধারণের অভিপ্রায়, আমারে দিতে বিদায়, এ বিষম দায় পায়, রাখ গো জননী॥—৩৬

রাগিণী মোল্লার তাল—কাওয়ালি। *

ডাকি কাতরে, মা তোমারে, বারে বারে।

কৃপাময়ী কৃপা কর কিঙ্করে; কৃতান্ত দলনী, কলুষ বিনাশিনী, শিবদা শিবানী বাস কর মা মমান্তরে॥

পাতালেতে ভোগবতী, মহীতলে ভাগীরথী, গোলকে বিরজা খ্যাতি, শক্তি রূপিনী; সুরশৈবলিনী, ব্রহ্মসনাতনী, পতিতপাবনী ত্রাণ কর মা পতিতেরে॥—৩৭

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল চৌতাল। *

ত্রাণ কারিণী গঙ্গে গো।—

দুর্গতি দুর্ম্মতি দীনে, নিস্তার তরঙ্গে গো॥

বিরিঞ্চি বাসবারাধ্যে, জীবারাধ্যে শিবারাধ্যে, ত্বংহি আদ্যে মহাবিদ্যা, হের এ পাপাঙ্গে গো॥

* এই গান কলিকাতার পাচালীর ধরণে।

ছ'জন কুজন সঙ্গে, তাহে বল নাহি অঙ্গে, পড়িয়ে ভব-তরঙ্গে, মরি মা আতঙ্কে গো ॥—৩৮

রাগিণী মোল্লার—তাল কাওয়ালি। *

মানসে স্ববশে ভাব কালীকা চরণ।

কেন মনো সদা হও বিস্মরণ; পুত্র পরিবার, কে তোমার তুমি কার, নয়ন মুদিয়ে দেখ অন্ধকার এ ত্রিভুবন ॥

অসুর অমর নর, করিয়া যুগলকর, যে চরণ নিরন্তর, একান্তরে করে ধ্যান; ঋপুচয় পরাজয়, যে নাম শরণে হয়, সযতনে একমনে কর তাঁরে আরাধন ॥—৩৯

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

আমার ভার কি এত ভারি।

বুঝিতে নারি শঙ্করী; কর যে মা নামের গুমর, সেটা কি তোর ফক্কিকারি ॥

শুনি তোমার চরণতলে, চতুর্বর্গ ফল ফলে, আমার ভাগ্যে পাষাণ হলে, ওমা পাষাণ রাজকুমারী ॥

এভার যদি সৈত তোমায়, কোন দিনে দিন দিতে আমায়, ও পায়ে বিকায়ে এ কায়, যেতেম চলে কৈলাসপুরী ॥—৪০

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে।

রাগিণী যোগীয়া—তাল জৎ।

সদা গঙ্গা গঙ্গা বল মুখে।

কেন আছ মন মনোদুঃখে॥

জপ মন গঙ্গানাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, মোক্ষধাম পাবে অনায়াসে ; এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর না আসিতে হবে, রবে মন মহানন্দ সুখে॥—৪১

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল একতালা।

মা ! শিব মন মোহিনী।

পাষাণ নন্দিনী, পাষাণ নন্দিনী, সুরেন্দ্র বন্দিনী ; সুখোদা মোক্ষদা গঙ্গে, সদ্য দুঃখ সংহারিণী॥

হবে কি মা আমায় দয়া, দয়াময়ী মায়াময়ী, এমা ; আমি অতি শিশুমতি, না জানি সাধন জননী॥—৪২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

ওহে মহারাজ ! এ নারীকে নারি চিনিতে।

ক্ষ্যার বনিতে; একি ধ্বনি করে ধনী কে ধনী এ অবনীতে॥

একি ভাব ভয়ঙ্করা, চতুর্ভুজা দিগম্বরা, পদ ভরে কাঁপে ধরা, অধরা হল ধরিতে॥

কভু না শুনি শ্রবণে, মেয়ে হয়ে নাচে রণে, মর্ম্ম কথা ধর্ম্ম জানে, পারিনে হে বুঝিতে।

কি জানি কেমন হল, বিধি কি বাদ সাধিল, এ রমণী নিরমিল, দৈত্যকুল নাশিতে॥—৪৩

রাগিণী ললিত বাহার—তাল জৎ।

বিপিনে বিপিন বিহারী। চলগে হেরি॥
বাঁশীর রবে, আর কে রবে, সে কেশবে পাশরি॥
সাজাইয়ে সাজি ডালা, তুলেছি ফুল সকাল বেলা, পূজিব সেই চিকণকালা, আছি বাসনা করি॥
চগো সখি ত্বরা করি, যথা বনে বংশীধারী, ঐ শুন বাজে বাঁশরী, বলে শ্রীরাধাপ্যারী॥—৪৪

রাগিণী অহং—তাল কাওয়ালি।

ঐ বাজিল বাঁশী বিপিনে।
ওগো ললীতে, চগো তুরিতে, আমার কে আছে, প্রিয় সখি তো বিনে॥
এস বৃন্দে দুতি, চল শীঘ্রগতি, যেখানে শ্রীপতি কাননে; বিনে সে ত্রিভঙ্গ, দহিতেছে অঙ্গ, ধৈরজ ধরিতে পারিনে॥—৪৫

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

বল সখি করি কি উপায় গো।
সে কেন এমন করে আমারে মজায় গো॥

তেজ্য করি লোকলজ্জা, করে অভিসার সজ্জা, এসেছি যাহার আশে, সে রৈল কোথায় গো ॥

কি জানি চিকণকালা, কেন বধে গো অবলা, নারী বধ ভয় বুঝি, না লাগে তাহায় গো ॥—৪৬

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি ॥

মনে ২ ! ধৈর্য্য ধর বিনোদিনী।

শুন বলি ওগো রাধে, মগ্ন হয়োনা বিষাদে, এখনি আসিবে তব, চিত্তচোর চিন্তামনি ॥

পুরাণে আছে নিশ্চয়, ধীর পাণী পাথর ক্ষয়, উতলার কর্ম্ম নয়, ওগো সজনী; কিঞ্চিৎ থাক নীরবে, অবশ্য পাবে কেশবে, আশার সুসার হবে, সুখে পোহাবে রজনী ॥—৪৭

রাগিণী বারয়াঁ—তাল ঠুংরি।

কি ভাবে এভাব মুরারী।

আমি নারী বুঝিতে নারি।

এহতে কি আছে বাড়া, তেজে ধড়া মোহন চূড়া, সেজেছ এক সৃষ্টি ছাড়া, আজগুবি নারী ॥

চলনেতে যাচ্ছে জানা, আমাদের সেই কেলেসোনা, একি বিধির বিড়ম্বনা, আমরি মরি ॥—৪৮

রাগিণী জঙ্গলা—তাল কাওয়ালি।

ওকি! অপরূপ হেরি রূপ মাধুরী!

নব জলধর, শ্যাম কলেবর, তাতে তড়িৎ জড়িত যেন কিশোরী॥

অতুলনা অনুপম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম, হাস্যানন অবিরাম, অধরে ধরে বাঁশরী।

মরি কি শোভা যুগল, রূপে ভুবন মহিল, জনম সফল হল, বারেক দর্শন করি॥—৪৯

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

এ প্রাণ তেজিব সখী চিতারোহনে।

শ্যাম যদি মথুরায় গেল, কি কার্য্য প্রাণ ধারণে।

ছিলাম শ্যাম সোহাগিনী, শ্যাম গরবে গরবিণী, হতে হবে কাঙ্গালিনী, নাহি জানি স্বপনে॥

মিলে যত সহচরী, দেগো চিতা সজ্জা করি, আর কেন বিলম্ব করি, পরিহরি জীবনে॥—৫০

রাগিণী ললীত বাহার—তাল জৎ।

কিছলে গোকুলে কে এলে। গোপীদেরকুলে।

নিদানে বিধান দিতে এলে কি নিদান খুলে॥

কৃষ্ণ শোকে সকাতরা, পড়ে আছি ধরে ধরা, হয়েছি জীয়ন্তে মরা, আমরা গোপী সকলে ॥

শুনিতে সবার অভিলাষ, বল২ করি প্রকাশ, জানিতে ব্রজেরি আভাষ, পীত বাস কি পাঠালে ॥—৫১

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।*

ত্রিলোক তারিণী ত্রিপুরেশ্বরী, মা।

যোগী ঋষি সবে, যোগাসনে ভাবে, একান্তে তোমার ঐ যুগল চরণ তরী ॥

ত্বংহি আদ্যা, মহাবিদ্যা, মহাকাল জায়া, দয়াময়ী কাতর কিঙ্করে কর দয়া; ভব ভয়ে ডাকি তোমায় দিবস শর্ব্বরী ॥—৫২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।*

চিন্তে পেরেছি একান্তে সুরধুনী।

শিবউক্তি, দিতে মুক্তি, তুমি শক্তি, শিরোমণি ॥

জন্ম বিষ্ণু চরণেতে, কৃপাকরি ভগীরথে, আগমন এ মহীতে, মহাকাল সীমন্তিনী ॥

আমি মা অজ্ঞান অতি, নাজানি স্তুতি মিনতি, কৃপাকরি ভাগীরথী, দেমা চরণ দুখানি ॥—৫৩

এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে।

রাগিণী সিন্ধু মোল্লার—তাল কাওয়ালি। *

পতিতে তারিতে ভবে, তুমি পতিত পাবনী।

ব্যক্ত আছে বেদাগমে, অব্যক্ত তব মহিমে, কি জানিবে নরাধমে, ওগো নগেন্দ্র নন্দিনী॥

আমি অতি মূঢ়মতি, তুমি অগতির গতি, বিপদে শ্রীপদে রেখ, ওগো বিপদ নাশিনী; ব্যাকুল হল পরাণী, ভজন নাহিক জানি, ভীষণ ভব সাগরে তব চরণ তরণী॥—৫৪

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি। *

ত্রাণ কর শিব মোহিনী। এমা।

তোমা বিনে, এ অধীনে, কে তারে জননী॥

যোগ নিদ্রা পরিহরি, সেবকে করুণা করি, উদ্ধার মা সুরেশ্বরী, পতিত পাবনী॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে, তুমি জীবে মুক্তি দিতে, বিমনা কি এ কলিতে, হয়েছেন আপনি॥—৫৫

রাগিণী সুহিনী মোল্লার—তাল কাওয়ালি। *

দিনময়ী দীনে দেহী পদাশ্রয়॥

দিবা গত হয়, দেরি নাহি সয়, ভবানী বদনে বাণী না বেরয়॥

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে

জেনেছি রবে না দেহ ভবেতে, পাছে করেতে, বাঁধে জোরেতে; রবিসুত দুত অতি দুরাশয়॥

ভাবিতে২ ভাব না জুয়ায়, ভাবনা জুয়ায়, কি করি উপায়; স্বমনে শমন ভেবে ভীত ভয়॥—৫৬

রাগিণী খাম্বাজ [illegible]।

শ্যামাপদ কোকনদ চিন্তা কর চিতে।

শূলপাণি, মহামানী, যে পদ রাখি হৃদেতে॥

ভাব্‌তে ২ কবে, এ তনু তীয়াগিবে, ওপায় উপায় আছে, নিরুপায় উদ্ধারিতে॥

থাকতে ২ দেহ, ওপদে সমর্পহ, তপন তনয় ভয়, যদি চাহ নিবারিতে॥—৫৭

রাগিণী কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

তাইতো লয়েছি শরণ পদে, মনে জ্ঞানে জেনে।

অসীম তব মহিমে বর্ণনা পুরাণে॥

দিয়ে পাদপদ্ম তরী, পার কর ভব বারি, আপনি হয়ে কাণ্ডারী, এ ভব তুফানে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি, সবে তব আজ্ঞাকারী, তুমি মা পরমেশ্বরী, ব্যক্ত ত্রিভুবনে॥—৫৮

এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

মনোরে কি মনে ভেবে রয়েছ নিরস্ত।
দেখিয়ে না দেখ কেন বিপদ সমস্ত॥
তনুতরী পাপে ভরা, জরাতে হইল জরা, অযশে পূরিল ধরা, হলিরে শীকস্ত॥
পরিপূর্ণ তমগুণে, বারেক না ভাব মনে, স্মরিতে ভব তুফানে, আছে কি সাব্যস্ত॥
যখন ধরিবে কালে, বুঝাবে তারে কি বলে, এ সুখ বৈভব ফেলে, যেতে হবে ত্রস্ত্য॥—৫৯

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

মনোরে তোর একি কাণ্ড।
বুঝিতে না পারি, এ ছল চাতুরী, সুধা বেচে, কিন গরল ভাণ্ড॥
কি বলে ভুতলে এলিরে পাগল, এখন দেখি কেবল কর গণ্ডগোল; তব এ ভণ্ডামী, গুণ্ডামী ষণ্ডামী, দেখে হাসে এ ব্রহ্মাণ্ড॥
জননী জঠরে জপে ছিল মন, ভুমিষ্ঠ হতে না হতে বিস্মরণ; ভজন সাধন, দিলি বিসর্জ্জন, হলি নিমগন পাপে পাষণ্ড॥
তুমিত নহরে অবোধ বালক, কি বুঝে হৃদয়ে এতই পুলক, ভাবোনা কি? মনে, শেষের দিনে, রবিসুতালয়ে হবে কি দণ্ড॥—৬০

রাগিণী সুরট—তাল জৎ।

মন কেন হয়ে রয়েছ স্তব্ধ।

মুখে নাই কি কারণে শব্দ॥

বল! কি অপ্‌রাধে, লেগে বাদে, কে করিল জব্দ॥

প্রভাতে এসেছ হাটে, সূর্য্য বসে নিজ পাটে, তবু কি তব ললাটে, যোটেনা কপর্দ্দ; ঘুরে ২ হলি ভেকো, মুখে রে তোর পোড়ল ফেকো, তবু ঘোরা ফুরায় নাকো, এমনি কি প্রালব্ধ॥

দেখে ভুল্‌লী ভোজবাজী, ভূতের বোঝা বৈতে রাজী, হলিনে তুই কাজের কাজী, বেহায়া বেহদ্দ; এত কি পেয়েছ মজা, মনোরাজ্যে আপ্নি রাজা, বুঝ্‌তে নার বাঁকা সোজা, বুঝালে শতাব্দ॥—৬১

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

বৃথা কেন ভ্রমিতেছ সংসারে। মনের অহঙ্কারে॥

ছিলনা রবেনা কভূ, দেহ প্রাণে একেস্বরে॥

অমৃত বালক ভাষা, যুবতীর ভালবাসা, দারুণ ধন পিপাসা, পোষণ করে অন্তরে॥

এদেহ পতন হবে, চির দিন নাহি রবে, মিছে ব্যাস্ত কেন তবে, তিরস্কার বা পুরস্কারে॥

মুখে বল অবিরাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, পরিণামে যাবে তরে॥—৬২

রাগিণী আলিয়া   তাল ঢিমে তেতালা ।

মন মজিলি কেন বিষয় রসে ।

এ তোমার নয় সুখের ধারা, সারা হবিরে আপ্‌শোসে ॥

মাতিয়া যৌবন মদে, ভ্রান্ত মতি পদে ২, অপার বাসনা হ্রদে, ডুবিলিরে অনায়াসে ॥

কোঠার উপরে কোঠা তাহে পালংপোষ, ক্ষণেকে তোমাকে শুয়ে কতই সন্তোষ ; মনে কি ভেবেছ খাঁটি, এইরূপে দিন যাবে কাটি, মধুমাখা দুধের বাটী, ভাগ্য মুখে ধরবে এসে ॥

মায়ার মোহিনী মন্ত্রে হইয়ে বিভোল, আমার ২ সদা মুখে এই বোল ; যখন যাইবে তুমি, ত্যজে কৃতান্ত ভূমি, কেউ হবে না অনুগামী, তোমারি সম্পদ রবে ॥—৬৩

[illegible]

গীত সিন্ধু

অপরার্দ্ধ আরম্ভ

শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক
বিরচিত।

কলিকাতা।
শ্যামবাজার, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ১০৮।১ নং ভবন হইতে
বিনামূল্যে বিতরিতব্য।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ —তাল আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে তুমি কার ললনা।
কি ভাবে এ ভাব তব মনোভাব বলনা॥
বয়সে হেরি ষোড়শী, রূপেতে পূর্ণিমার শশী, উদয় হইলে আসি, করিতে কি ছলনা॥
বিগলিত কেশপাশ, পিন্দনে রঞ্জিত বাস, মুখে মৃদু ২ হাস, চাঁদেতে যেন জোছনা॥
মরি কিবা শোভা করে, পিনোন্নত পয়োধরে, হেরিলে অঙ্গ শিহরে, অধরে বাক্য সরে না॥—১

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

হৃদয়ে রাখিব তোরে আয় লো হৃদয় রাণী।
তোমা বিনে এ জীবনে কি ফল বল সজনী॥
মানস কুসুম মালা, ধর লো প্রণয়ী বালা, পাশরি যন্ত্রণা জ্বালা, হেরিয়ে তব মুখখানি॥
জানিনে কেমন করে, ভালবেসে ছিলাম তোরে, কেবলমাত্র আশা ধরে, বেঁচে আছি এই প্রাণি॥—২

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ধর ২ প্রাণনাথ লহ প্রেম উপহার।

সতীত্ব সোহাগে মাখা আভা অতি চমৎকার॥

এ রতন কুতূহলে, দোলাইব তব গলে, অসন্তোষ যাবে চলে, পবিত্র হবে সংসার॥

কিছার কৌস্তুভমণি, তারে আমি নাহি গণি, সে যে ধনী হতে ধনী, সতীত্ব ভূষণ যার॥—৩

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী তোমায় সোঁপেছি এ মন প্রাণ।

অসার খলু সংসারে কর শান্তি সুখ দান॥

নৈরাশ্য দুর্গম পথে, অবিশ্রান্ত যাতায়াতে, কেবল মাত্র গো তোমাতে হেরি আশ্রয়েরি স্থান॥

ভালবাসা প্রীতি দানে, জীবিত রয়েছি প্রাণে, নতুবা কবে কোন দিনে, হতো জীবন অবসান॥—৪

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

তোমাতে আমাতে মিশাইতে বন্ধু পারি যদি।

ঘুচিবে যন্ত্রণা জ্বালা হবে শান্তি নিরবধি॥

ঈশানী ঈশান সনে, মিশেছিল যে কারণে, তেমনি কর প্রাণেং, দু'জনে দু-জনে বাঁধি॥

শশীতে নিশিথে ভায়, সমীরণ সৌরভে মাতায়, তটিনী সাগরে মিশায়, কেহ না হয় প্রতিবাদী॥—৫

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা॥

কোষিত কাঞ্চন সম অনুপম মাধুরী।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, জুড়ায় প্রাণ হৃদয়ে ধরি॥
রূপের সদৃশ মন, বাক্যে সুধা বরিষণ, যে করেছে আলাপন, সেই হয়েছে আজ্ঞাকারী॥
স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়ে শাঁপে, উদয় মম সমীপে, মূর্ত্তি মতী শান্তি-রূপে, আছ গৃহ আলো করি॥—৬

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

কেন ওহে প্রাণ নাথ চেয়ে আছ মুখ পানে।
আজকে নূতন না কি হল দেখা তব সনে॥
মানস হেরি চঞ্চল, দুটি আঁখি ছল ছল, কিবলিবে বল বল, কি ভাব উদয় মনে॥
ষড় ঋতু বারমাস, সর্ব্বদা নিকটে বাস, তবু কি মিটেনা আশ, এ মুখ হেরি নয়নে॥—৭

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

সদা প্রাণাকুল হয় প্রেয়সী দেখিতে তোরে॥
নাজানি কি ভাবোদয় হল অন্তরে অন্তরে॥

তুমি মম বাল্য সখী, চির দিন তোমারে দেখি, তথাপি অবোধ আঁখি, দেখিতে চায় ফিরে২ ॥

আগেতো ছিলনা হেন, তোমাতে এমন জ্ঞান, সম্প্রতি হয়েছে যেন, যৌবনেরি অধিকারে ॥—৮

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

কিক্ষণে, তোমার সনে, নাথ হয়েছে মিলন।

অদর্শনে, হয় মনে, পলকে প্রলয় জ্ঞান ॥

গুণে যাই বলিহারি, বেঁধেছ কি প্রেম ডুরি, বাঞ্ছা দিবা বিভাবরী, হৃদে ধরি ও চরণ ॥

থাকে যদি আঁটা আঁটি, হয়না প্রেমে উজন ভাটী, মুখো মুখি হয়ে ছুটী, থাকি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥—৯

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

সোঁপেছি প্রাণ তোমার করে, তুমি আমার নয়ন তারা।

হেরিলে হরিষ চিত্ত, অদর্শনে হই হে সারা ॥

সোঁপে প্রাণ পরেরি করে, সুখের বাঞ্ছা সবাই করে, ভাল বাসে পরকে পরে, এজগতের এমনি ধারা ॥

সদানন্দ সদানন্দ, সতী বিনে নিরানন্দ, বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, রাধার মানে দিশে হারা ॥—১০

রাগিণী বারয়াঁ—তাল ঠুংরি।

প্রাণ নাথ কব কি তোমায়।
চির পরাধিণী নারী, করেছে বিধাতায়॥
পতিগত সতীর প্রাণ, পতির মানে সতীর মান, পতি বিনে কুলবতীর, (বল) কি আছে কোথায়॥
পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে, নারী পূজ্য ভারত ভূমে, অসার সংসারাশ্রমে, (দেখ) শান্তি সুখ পায়॥—১১

রাগিণী বারয়াঁ—তাল ঠুংরি।

কেন প্রিয়ে লাজে নিমগন।
এখন কি আছে তব, বালিকা যৌবন॥
ছিলে মুখ প্রকাশিয়ে, কি জন্য ঘোমটা দিয়ে, চাঁদেরে করিলে যেন, মেঘে আবরণ॥
সম্বরি সরম সিন্ধু, প্রকাশো বদন ইন্দু, আকুল হতেছে মম, চকোর নয়ন॥—১২

রাগিণী বারয়াঁ—তাল ঠুংরি।

কি দিয়ে তুষিব তোমার মন।
আমার কি আছে এমন॥
জীবন যৌবন ধন, করেছি পদে অর্পণ, বাকি মাত্র আছে প্রাণ, করহে গ্রহণ॥

অদেয় কি আছে তব, নাদেখি হেন বৈভব, তুমিহে প্রাণ বল্লভ, জীবনের জীবন ॥—১৩

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমানের ঠেকা ।

দেক্তে আমি সদা অভিলাষী । ও বদনের হাসি ॥
বদন তুলে, নয়ন মীলে, একটী বার হাস প্রেয়সী ॥

কথা রাখ মাথা খাও, মনো বাসনা পূরাও, হাস্য বদন একবার দেখাও, প্রকাশি বদন শশী ॥

আলিঙ্গন সম্ভাষণ, কিছুতে নাই প্রয়োজন, কেবল তোমার হাস্য বদন, দেখি যেন দিবা নিশি ॥—১৪

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা ।

কি জানি ও আঁখিতে কি গুণ ।
জ্বলে মনেরি আগুণ ॥

কেনরে আপনা খেয়ে, লাজ ভয় তিয়াগিয়ে, আঁখি পানে চেয়ে ২, হল আঁখি খুন ॥

শুন ওগো প্রাণ সখী, আমারে ঘটিল একি, হৃদয়ে বিঁধিল আঁখি, আঁখি নিদারুণ ॥—১৫

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

নয়নেং হতে কেন ফিরালে নয়ন।
প্রতিজ্ঞা করেছ বুঝি, হেরিবেনা এবদন॥
কি দোষে হয়েছি দোষী, বুঝিতে নারী প্রেয়সী, প্রকাশি শশীবদনী, বল শুনি বিবরণ॥
কোরনাং রোষা, ঘুচায়োনা ভালবাসা, আশ্বাসে প্রদানি আশা, সুস্থ কর এ জীবন॥—১৬

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

পুরুষ পরেশ বলে কেন সোঁপেছিনু মন।
গরলে গঠিত দেহ ব্যাভারে বুঝি এখন॥
দিয়ে বিধি মতে আশা, জানায় কত ভালবাসা, মিটায়ে মনোপিপাসা, স্বস্থানে করে গমন॥
পেতে নারী ধরা ফাঁদ, হাতে দেয় গগণের চাঁদ, বুঝিনু বালির বাঁধ, ভাঙ্গিল মোহ স্বপন॥—১৭

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

অবলা সরলা নারী, কে বলে এমন কথা।
ভোলেনা পতনে পেলে, পতি প্রাণে দিতে ব্যাথা॥

রূপে গুণে বিদ্যাবান, যদি নারী পতি পান, ঘটলে ধনের অকুলান, বুঝা যায় তার পতিব্রতা॥

মনের মত অলঙ্কারে, যদি স্বামী দিতে নারে, অম্‌নি নারী ক্রোধ ভরে, করে তারে খোতা ভোঁতা॥—১৮

রাগিণী আলিয়া—তাল ঢিমে তেতালা।

কেন প্রিয়ে অধোমুখে।

অধোমুখে, আছ বসে, ধরাসনে কি অসুখে॥

দিবা নিশি আমি সদা, আছি তব প্রেমে বাঁধা, চেয়ে দেখ হে প্রমদা, পবিত্র প্রণয় চক্ষে॥

কি জন্য বিষণ্ণ ভাবে বসে রয়েছ, নীরবে নয়ন নীরে কেন ভাসিছ; কি হয়েছে আহা মরি, বলহে মিনতি করি, মলিন বদন সৈতে নারী, মরি আমি মনোদুঃখে॥—১৯

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

যাওহে বঁধু সেখানে।

কাল নিশি ছিলে যেখানে; নব অনুরাগ, সোহাগে সোহাগ, পাছে করে রাগ, সে ধনী মনে॥

জেনে ভালবাসা, ছেড়ে ছিলাম আশা, আশা দিয়ে ভাল করিলে নৈরাশা; করে নিশি ভোর, ওহে মনোচোর, প্রভাতেতে আশা কেন এখানে॥

দিয়ে প্রেমডুরি বেঁধেছিলে আগে, বাড়াইতে মান সোহাগে সোহাগে; এবে পুরাতন, ছিঁড়েছে বন্ধন, নাহি প্রয়োজন, এ প্রিয় জনে॥—২০

রাগিণী অহং সিন্ধু—তাল জৎ।

মনে যদি জান প্রিয়ে, আর ভালবাসনা মোরে।
রেখ ভাব গোপনে রেখ, বোলনা আর প্রকাশ করে॥
ভালবাসা ভর করি, এ জীবন রয়েছি ধরি, সুখী কি হবে সুন্দরী, বেদনা দিয়ে অন্তরে॥
কিছু না চাহিব আর, দেহ লো এই অধিকার, তোমারে বাসিতে ভাল, যেন পারিলো পরাণ ভোরে॥—২১

রাগিণী অহং সিন্ধু—তাল জৎ।

মিছে কেন প্রাণনাথ, কর আমায় জ্বালাতন।
এই কি বল ভালবাসা (ওহে) দিবানিশি অদর্শন॥
আমি হে নারী অবলা, না জানি চাতুরী ছলা, অপূর্ব্ব তোমারি লীলা, (ওহে) বলামাত্র অকারণ॥
তব প্রেমে অনুরাগী, যদি না হত অভাগী, করিতে হোতো তবে কি, ক্রন্দনেতে কালযাপন॥—২২

রাগিণী আলিয়া— তাল একতালা।

চাও২ ফিরে প্রেয়সী।

কি দোষে হয়েছি দোষী ; তোমা ভিন্ন অন্য, নহে মম গণ্য, কিজন্য বিষন্ন, ও বদনশশী ॥

পতি প্রতি ক্রোধ তেজ প্রাণাধিকে, পত্নী হতে পতির কি আছে অধিকে, গোলকে ভূলোকে, কিম্বা নাগলোকে, রমণী প্রণয় সবে অভিলাষী ॥

নবীনা যুবতী তুমি লো ললনা, কি ভাবে এ ভাব বলনা বলনা ; বৃথা কেন আর কর লো ছলনা, বিধুমুখে একটু হাস মধুর হাসি ॥—২৩

রাগিণী মুলতান—তাল তেলেনা।

সখা ! এমন প্রণয়ে কিবা প্রয়োজন।

ফেলে প্রমদায়, এ কুলবালায়, কর গণিকা আলয়ে রজনী বঞ্চন ॥

আমি কুলবতী নারী, সকলি সহিতে পারি, পরাধিনী রমণী বিধির সৃজন ; পেয়ে অবলা, অতি সরলা, আমায় দু'বেলা, কর তাই কি জ্বালাতন ॥

চাও কিম্বা নাহি চাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও, পুরুষ স্বাধীন কে করে বারণ ; ওহে প্রাণনাথ, সরমা পক্ষপাত, এমনি হয় মনে, অনলে তেজি জীবন ॥—২৪

রাগিণী কালনেংড়া—তাল একতালা।

বিধুমুখী, কথা রাখি, (একবার) তোল চাঁদবদন॥

পূর্ব্ব ভাব ধর, দাসে দয়া কর, কেন কর বিড়ম্বন।

পদপ্রান্তে পতি, বসে সারা রাতি, এত যে করিছে কাকুতী মিনতি; তথাপি কি সতী, হবেনা নিবৃত্তি, ক্রোধ রূপ হুতাশন॥

পিক করে গান নিশি অবসান, অস্তাচলে শশী করিল প্রয়াণ; মানিনী লো মান, করি সমাধান, দেহি দান আলিঙ্গন॥—২৫

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

নাথ! ধরি তব পায়।

আর কেন জ্বালাও আমায়; সর২ সর, ওহে প্রাণেশ্বর, জর২ হল কায়॥

তুমি হে পুরুষ পরেশ রতন, অভাগী নারীতে কে করে যতন; হয়েছি বালাই, মনে ভাব তাই, কাজ নাই সে কথায়॥

অবলা রমণী পেয়ে কর হেলা, গণিকা আলয় গমন দু'বেলা; সুরা পানে রত, হলে জ্ঞান হত, (বল) অবুঝে কে বুঝায়॥—২৬

রাগিণী মুলতান—তাল তেতালা।

বল! সতী তেজেছে পতি কোন্ কালে।
পতির সহবাস, সতীর অভিলাষ, সতী সহমৃতা যায় পতি মরিলে॥
সতী জানে পতির মর্ম্ম, পতি স্বর্গ পতি ধর্ম্ম, গতি মতি পতি ভূতলে; মলে সত্যবান, করি আয়ু দান, (দেখ) সাবিত্রী মৃত পতি বাঁচালে॥
ছিল চাঁদ সদাগর, তার পুত্র লক্ষিন্দর, বিবাহ বাসরে সে মলে; সতী বেহুলা, ভাসায়ে ভেলা, মৃত পতি লয়ে ভাসে জাহ্নবী জলে॥—২৭

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

এ জীবন তেজিব জীবনে। ভালবাসা বিনে।
সে যদি না বাসে ভাল, কি ফল বল জীবনে॥
পাব বলে ছিল আশা, ভালবাসার ভালবাসা, ঘটিবে এমন দশা, নাহি জানি স্বপনে॥
বৃথা কেন দেহ ভার, বয়ে মরি অনিবার, নয়নেরি অশ্রুধার, সম্বরিয়ে নয়নে॥—২৮

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

এদুখ জানাব আমি কায় রে।

আমি যারে ভালবাসি, সে আমায় না চায় রে॥

দাসানু দাসেরি মত, সদা আছি পদানত, পেলেম না মনো তবু তো, কি করি উপায় রে॥

সর্ব্বক্ষণ ক্রোধন মুখী, অরুণ বরণ আঁখি, প্রহারে উদ্যত দেখি, একি বড় বেজায় রে।—২৯

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়খেমটা।

মরে যা-লো লক্ষীছাড়ী।

এমন মেগে নাই প্রয়োজন, শূন্য থাকুক বাড়ী॥

একি দেখি অমঙ্গল, করে মিছামিছি ছল, দু'বেলা করিছ কোন্দল, ভাংচ হাঁড়ী কুঁড়ী॥

কোথা হতে এসে উড়ে, বসেছ ঘরকন্না জুড়ে, কাজের বেলা কুড়ে কেবল, গিলতে তাড়াতাড়ি॥—৩০

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

কেন কর্ত্তে গেছ্‌লে বিয়ে।

আমিত আসিনে হেথা, উপযাচক হয়ে॥

সোনা দানা অলঙ্কার, ঘরেত ধরেনা আর, অপমান কল্লে এবার, খাবার খোঁটা দিয়ে ॥

যত দিন রব বেঁচে, নেব খাব ছেঁচে পুঁচে, শুন নাই কি কার কাছে, কানের মাথা খেয়ে ॥—৩১

রাগিণী কালনেংড়া—তাল কাওয়ালি।

তাই বলি প্রিয়ে! ভাল শিখেছ ঠাকুরালী।
উচিত কথায় মন্দ বুঝে কর গালা গালী ॥

পাণে থেকে খস্‌লে চূণ, অম্‌নি কর মেরে খুন, কাটা ঘায়ে লেপে লুন, বাজাও কর তালী; আমাকে পেয়েছ যেন বাগানের মালী। কি কারসাজী, বেদের বাজী, দেখাও খালি খালি ॥

যেমন ব্যাভার তেমনি মন, বচনে বিষ বরিষণ, হাতে তুলে দিলে রতন, ছুড়ে দাও ফেলি; আমি যেন হয়েছি তোর চু-চক্ষের বালী। দিনে রেতে, মন যোগাতে, হল লো হাড় কালী ॥—৩২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

প্রিয়ে! যামিনী পোহায়।

আর কেন থাক নিদ্রায় ; গাতোল২, দুর্গা২ বল, বিধুমুখী হাসি কর লো বিদায় ॥

সুখ দুখো ভোগ অদৃষ্ট লিখন, কে খণ্ডাতে পারে বিনা নারায়ণ ; পুনশ্চ মিলন, হবে সংঘটন, যদি মন থাকে তাঁয় ॥

উদয়োন্মুখ আদিত্য নিরখী, সাখী শিরে কলরব করে পাখী ; উষা হাস্য মুখী, কুমুদ মুদে আঁখি, (দেখ) শশী অস্তাচলে যায় ॥—৩৩

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

কোথা যাবে প্রাণ নাথ, রেখে আমায় একাকিনী।
দারুণ বিচ্ছেদানলে সমর্পি একুরঙ্গিনী ॥

এ প্রাণ দেহে থাকিতে, দিবনা তোমারে যেতে, আমায় রেখে বিদেশেতে, শুন ওহে গুণমণি ॥

যেখানে যাইবে তুমি, তব সঙ্গে যাব আমি, অগতির গতি স্বামী, রমণীর শিরোমণি ॥—৩৪

রাগিণী ইমন—তাল আড়া।

ভাবনা কি বিধুমুখী, আসব দিনেক দুদিন পরে ;
ধৈর্য্য হয়ে থাক প্রিয়ে, এই মিনতি ধরি করে ॥

তোমার ও মলিন মুখ, হেরিয়ে বিদরে বুক, বিধু মুখী কথা রাখ, ভেসনা নয়ান নীরে ॥

মনে আছি অভিলাষী, এবারে সত্বরে আসি, হব আমি গৃহবাসী, ওলো প্রেয়সী; আর না বিদেশে যাব, সর্ব্বদা নিকটে রব, তোমারে সদা তুষিব, রাখিব হৃদয় মাঝারে ॥—৩৫

রাগিণী ইমন—তাল আড়া।

নিতান্ত কি প্রাণ কান্ত, তেজিবেহে এ অধীনে।
কি দোষে হয়েছি দোষী, নাথ তব শ্রীচরণে ॥

নামিটিতে মনো আশা, ঘুচাইলে ভালবাসা, ঘটাইবে এদুর্দ্দশা, এই ছিল কি তোমার মনে ॥

স্মৃতিবাক্য আছে শ্রুতি, শুন ওহে প্রাণ পতি, কভু নাহি ছাড়ে সতী, পতি পদাশ্রয়; আমায় করে অনাথিনী, যাবে যদি গুণ মণি, এদুখিনী একাকিনী, বল বাঁচিবে কেমনে ॥—৩৬

রাগিণী ইমন—তাল আড়া ॥

কেন শশধর মুখী, বিষাদ ভাবিছ মনে।
কভু কি বিরত হবে, এচকোর সুধা পানে ॥

অঙ্কিত করিয়ে যারে, রেখেছি হৃদি মাঝারে, ভুলিতে কি পারি তারে, নয়নেরি অদর্শনে॥

তুমি সতী পতিব্রতা, তোমায় ছেড়ে যাব কোথা, কিবল মাত্র এদৈন্যতা, ঘটালে বিচ্ছেদ; কেন ভাব অকারণ, রবেনা এমন দিন, অবশ্য হবে মিলন, ইচ্ছাময়েরি কল্যাণে॥—৩৭

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

আমারে ঘটিল এ কি দায়। (প্রাণ সইলো)।

করি কি উপায়; কে এমন ব্যাথার ব্যথি, এ দুখ জানাব কায়॥

শুন ওগো প্রাণ সখী, যার লাগি ঝুরে আঁখি, সে জন অন্তরে থাকি, অন্তরেতে যেতে চায়॥

আমি কুলবতী মেয়ে, আছি তার মুখ চেয়ে, অবলা সরলা পেয়ে, সে কেন আমারে মজায়॥—৩৮

রাগিণী অহং—তাল একতালা।

ওহে গুণমণি, বধিয়া রমণী, যাবে নাকি শুনি, পরবাসে।

সে যে, পতি প্রাণা সতী, হারা হলে পতি, নবীনে যুবতী বাঁচিবে কিসে॥

একে কুল বালা, তাতে সে অবলা, বিচ্ছেদ জ্বালা, সবে

কেমনে সে ; তুমি হলে অদর্শন, রবে কি জীবন, হবে হে নিধন, বসন্ত বিকাশে ॥

নাহি প্রয়োজন, ওহে প্রাণ ধন, দেহ বিসর্জ্জন, উপার্জ্জন আশে ; তুষিতে প্রেয়সী, হয়ে গৃহ বাসী, থাক দিবানিশি, আপন সকাশে ॥—৩৯

রাগিণী বাহার—তাল চতুরং কাওয়ালি ।*

চতুরঙ্গে কুলে থাকা হল দায় ।

যে দায়, এদায়, উপায় না দেখি তায় ; একে আমি কুলবতী, পরবাসে প্রাণ পতি, হানে বাণ রতি-পতি, একা পেয়ে অবলায় ॥

হের দেখ প্রাণ সখী বসন্ত উদ্ভব, ফুটিল কুসুম কলি ছুটিল সৌরভ ; গুণ২ গুণ২ স্বরে, ভ্রমরা ঝঙ্কার করে, মলয়া দোয়ালা বহে, কোকিলে পঞ্চমে গায় ॥—৪০

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা ।

আইল ঋতু বসন্ত ।

বল২ বল, কে করে শান্ত : মদনেরি শরে, মনো হুহু করে, ধৈরজ নাধরে, বিনে সেকান্ত ॥

* এই গান কলিকাতার পাঁচালীর ধরণে

কুহুং রবে ককিলা ডাকিছে, মলয়া পবন সঘনে বহিছে; গুঞ্জরিছে অলি, হয়ে কুতুহলী, নিষেধিলে তারা না হয় ক্ষান্ত॥ উপার্জ্জন আশে সে আছে প্রবাসে, আমি বিরহিণী একাকিনী বাসে; যে বিপদ সখী, তুমি না জানকি, এ বিপদে বুঝি হবে প্রাণান্ত॥—৪১

রাগিণী সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

দুরান্ত বসন্ত হ'তে গ্রীষ্ম কি বালাই!
জীবন বিহনে সখী কিসে জীবন জুড়াই॥
তপন কিরণ হেরে, আতঙ্গে অঙ্গ শিহরে, ঝর ঝর কলেবরে, সদা ঝরে ঘাম; ঠিক যেন শ্রাবণের ধারা না হয় বিশ্রাম। ভবনে তিষ্ঠিতে নারি, পবনে ডাকি সদাই॥—৪২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

পীড়িত মদনে সদা আমি কুলবতী নারী।
এ ভীষণ রূপে কেন বরিষ বারিদ বারি॥
শুনিলে তব গর্জ্জন, বিচলিত হয় মনো, শুন ওরে নবঘন, ক্ষান্ত হ, তোর পায়ে ধরি॥
পতি গেছে পরবাসে, রয়েছি তাঁহারি আশে, জলেতে মেদিনী ভাসে, সে আসে বাসে কি করি॥—৪৩

রাগিণী মূলতান—তাল আড়খেম্‌টা।

দেখা, হলে নাথের সনে।
বল্‌ব যা আছে সই আমার মনে ॥

এ উৎপেতে, শীতের হাতে, এবার যদি ; এবার যদি বেঁচে থাকি প্রাণে২ ॥

বহিলে উত্তরানীল, বুকে পীঠে লাগে লো খিল, নিবৃত্তি না হয় একটী তিল, কেঁপে২ ; সজনী লো কেঁপে মরি নিশি দিনে ॥

আমিত নারী অবলা, কত সব শীতের জ্বালা, শীতেতে হয়ে বিভোলা, সূর্য্য গেলেন ; সজনী লো সূর্য্য গেলেন অগ্নিকোণে ॥—৪৪

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

পতি বিনে যে দুর্গতি, আমারে ঘটিল সই।
সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে আর কারে কই ॥

কোকিলেরি কুহু গানে, মলয়ারি সমীরণে, অধৈর্য্য হয়েছি প্রাণে, মরমেতে মরে রই ॥

কি সুখ এ পোড়া বাসে, দিবানিশি মরি ত্রাসে, সে যদি না বাসে আসে, তবেই হব জলসই ॥—৪৫

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

একে বালা, তায় অবলা, কেন মরিস্ লো হুতাশে।
প্রেমজ্বালা জ্বলেছে বুঝি, নূতন বসন্ত বাতাসে ॥

শুন ওলো রসবতী, লেখ পত্র শীঘ্রগতি, ঘুচিবে তব দুর্গতি, পতি তব আস্‌বে বাসে ॥

সেতো নহে অসজ্জন, পেলে পত্র নিমন্ত্রণ, আসিয়া গৃহেতে পুন, সম্ভাষিবে প্রিয় ভাষে ॥—৪৬

রাগিণী মুলতান—তাল তেলেনা।

সখী! হল প্রাণান্ত, সে কান্ত বিনে।

এ যৌবন কাল, তায় বসন্ত কাল, জ্বলি সকাল বিকাল, মনের আগুনে ॥

আমি চাতকিনী প্রায়, রয়েছি তারি আশায়, দুরাশা

পিপাসা, নিবারি মনে ; তাতো হলনা, সেতো এলনা, কত সহিব যাতনা, পোড়া জীবনে ॥

সে রহিল দেশান্তরে, কে শান্ত করে আমারে, গুমরেং মরি অন্তরে ; একি চমৎকার, সখি তার ব্যাভার, এম্‌নি হয় মনে চাইব না, লো তার মুখপানে ॥—৪৭

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

কেন মন পরেতে মজালে। ও প্রাণ সখী ॥
বিপক্ষ হাসালে ; অবলা রমণীর কুল, অকুলেতে ভাসালে ॥

শুন নাই কি কোন কালে, হয়না আপন পরের ছেলে, কয়না কথা সময় পেলে, দুধে ভাতে খাওয়ালে ॥

পরের দ্রব্য পরে পেলে, অম্‌নি তারে আড়ে গিলে, এমনি পর ছার কপালে, ফিরে দিতে চায় না মলে ॥—৪৮

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

যার রাসে যুবতী নারী, তারে কি প্রবাস সাজে।
এ নব যৌবন সখী গেল আমার বৃথা কাজে ॥

মলয়ারি সমীরণ, যেন বিষ বরিষণ, তাতে কোকিলেরি গান, শেলসম হৃদে বাজে ॥

দুখানলে তনু জ্বলে, আমি যাই তাই আছি কুলে, অন্য কোন মেয়ে হলে, জলাঞ্জলী দিতো লাজে ॥—৪৯

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমানের ঠেকা।

বৃথা কেন মান খোয়াবে। সুখ না হবে।
পরেরে সঁপিলে প্রাণ, পরেতে কি টেঁকিবে ॥

পতি জানে শত ব্যাথা, অন্যেতে জানিবে কি তা, রটিবে কলঙ্ক কথা, বিপক্ষেতে হাসিবে ॥

কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করি, রহিতে নার সুন্দরী, তুফানে তরে কি তরী, তীরে আনি ডুবাবে ॥

পর কি কভু হয় আপন, কোরনা সে আকিঞ্চন, জীবন যৌবন ধন, লুটে শেষে পলাবে ॥—৫০

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেম্‌টা।

দেখে কান্ত বিদেশেতে।
দুরন্ত বসন্ত আমায়, দেয়না খেতে শুতে ॥

একটা তার আছে সখা, অনঙ্গ তায় যায়না দেখা, অপূর্ব্ব তাহারি শিক্ষা, সে, বাণ মারে প্রাণেতে ॥

আর, একটা তার আছে পাখী, কুহুঽ রবে ডাকি, ঝালা পালা কল্লে সখী, সে, এমনি অদক্পেতে ॥

কি করিব কোথা যাব, কিরূপে নিস্তার পাব, সেথা বা কারে পাঠাব, তায়, আস্তে দুপোর রেতে ॥—৫১

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেম্টা।

ও তার ভাবনা কিলো সখী।

এখনি সে আস্বে বাসে পত্র পাঠাও লেখি ॥

কান্ত এসে দেবে শোধ, মানবেনা কার উপরোধ, ওরা যেমন তিনটে অবোধ, এমন আর আছে কি ॥

দেখে তোমায় বিরহিণী, হয়েছে ওদের আমদানি, আমি তো সই ভাল জানি, ওরা ঘোর নারকী ॥—৫২

রাগিণী কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

তাইতো! মনে করে, প্রাণ ধরে, এ গৃহে রয়েছি।

সে জন সুজন অতি, অন্তরে জেনেছি ॥

শুন ওগো সহচরী, তার রূপ ধ্যান করি, এ দিবস বিভাবরী, জ্বালা সহিতেছি ॥

নতুবা কি অন্য আশে, থাকিতাম পোড়া আবাসে, তাহারি প্রণয়ো পাশে, হৃদয় বেঁধেছি ॥—৫৩

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

পড়েছে কি মনে এ অধীনে।

ভাল২ ভাল, ভাবনা ঘুচিল, সুপ্রভাত দর্শনে ॥

সকলিত জান কি বলিব আমি, অগতির গতি রমণীর স্বামী; ওহে রসরাজ, করেছ যে কাজ, নাহি বাস লাজ, আপন জীবনে ॥

ফুলে বন্দী করে গেলে দেশান্তরে, সমর্পণ করে মদনেরি করে; আমি হে অবলা, তাতে কুলবালা, সহিতে কি জ্বালা, পারি তোমা বিনে ॥—৫৪

রাগিণী কালনেংড়া—তাল একতালা।

তোমায়! ভুলিতে কি পারি, ও সুন্দরী, ক্ষণেকের তরে।

ভুলব বলে, মনে হলে, অমনি আতঙ্গে অঙ্গ শিহরে ॥

কি ক্ষণে হয়েছে দেখা, পড়েছে অন্তরে রেখা, যেন লো

পাষাণে লেখা, লিখে ভাস্করে; আর কি তায়, পোঁচা যায়, পুঁচতে পারিনা যুগ যুগান্তরে ॥

শুভ দৃষ্টি শুভক্ষণে, দেখা নয়নে নয়নে, হতে না হতে দু'জনে, ওলো প্রেয়সী; সংগোপনে, মনে২, আমি সোঁপেছি প্রাণ তোমার করে ॥—৫৫

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া

আশাতে রেখেছি প্রাণ, তব ভালবাসা জেনে।
আসি বলে গেলে নাথ সে আশা কি এত দিনে ॥
যে দুঃখে দহিছে মন, জানেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন, বৃথা এ জীবন যাপন, নাথ তব অদর্শনে ॥
উদিতেছে রবি শশী, আমি ভাবি দিবানিশি, বঁধু আসি হাসি হাসি, সন্তাষিবে এ অধীনে ॥—৫৬

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

আমি যে সুখেতে ছিলাম, না হেরে তব অধর।
বলে কি জানাব প্রিয়ে, জানেন চন্দ্র দিবাকর ॥
তব চারু চন্দ্রাননে, ভুলে কি ছিলাম সেখানে, অদর্শন হুতাশনে, দগ্ধ হতেম নিরন্তর ॥

বিধি বিড়ম্বনা বশে, কিম্বা নিজ কর্ম্মদোষে, কি কুক্ষণে পরবাসে, গোঁয়াইনু সম্বৎসর ॥—৫৭

রাগিণী অহং সিন্ধু—তাল জৎ।

আজু কি আনন্দ হেরি, নিরানন্দ নিকেতনে।

সকলি তোমারি ইচ্ছা, (ওহে) ইচ্ছাময় তব কল্যাণে ॥

পতি পত্নী সম্মিলনে, আনন্দ উভয় মনে, প্রণমি তব চরণে, (ওহে) পবিত্র প্রণয় মনে ॥

বিযোগী জন সম্বল, তব চরণকমল, তাপিত প্রাণ হল শীতল, বিচ্ছেদেরি অবসানে ॥—৫৮

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

আয় লো প্রিয়সী অসী, পূর্ণ শশী নিভাননা।

হৃদয়ে রাখিব তোরে, করেছি মনে বাসনা ॥

অসার সংসারাশ্রমে, তুমি সহধর্ম্মিণী ; শোকে তাপে, যোগে জাপে, সর্ব্বত্র সহায়িনী ; কে আছে তোমার সম, সমতুল্য ললনা ॥

থাকিলে অঙ্গনা পাশে, বিজন বিপিন বাসে, তবু সাধারণে ভাষে, বলিয়ে সংসারী ; এ ধন হইলে নিধন, থাকিতে সর্ব্বস্ব ধন, গৃহশূন্য বলে তখন, করে সকলে রটনা ॥—৫৯

গীত সিন্ধুর অপরার্দ্ধ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

রাগিণী ললীত বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

পাতকী তারিতে পার, তাই মা তোমারে ডাকি।
তপন তনয় ভয়ে, সদা ভীত হয়ে থাকি॥
সুরধুনী মুনিকন্যা, পরশে ধরণী ধন্যা, কলুষ বিনাশ জন্যা,
মা তোমার ভরসা রাখি॥
তব দরশন আশে, তেজিলাম গৃহ বাসে, এ পবিত্র দেশে
এসে, জুড়াল জীবন; প্রয়াগ পুণ্য সলীলে, স্নান করি কুতূহলে,
ডঙ্কা মেরে যাবচলে, শমনেরে দিয়ে ফাঁকি॥—১

রাগিণী অহং সিন্ধু—তাল জৎ।

যুগল রূপ মাধুরী, মরি কি হেরি নয়নে।
তড়িত জড়িত যেন, কিশোরী শ্যাম নবঘনে॥
শ্রীনন্দ নন্দন রমে, বৃকভানু সুতা বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা
ঠামে, ঐ রত্ন সিংহাসনে॥
শ্রীগোলক করি শূন্য, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ, কিঁ জানি করেছে
পুণ্য, ব্রজবাসী জনে জনে॥—২

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

ওমা শৈলসুতে, মেনকা দুহিতে, অধম পতিতে, দেমা পদাশ্রয়।

পড়েছি বিপাকে, (তাই) ডাকি মা তোমাকে, রোগ শোকে হল, জীবন সংশয়॥

দূরাদৃষ্ট ক্রমে ঘটেছে কুব্যাধি, ব্যাধির যন্ত্রণায় জ্বলি নিরবধি; দয়া করে যদি, বলে দাও ওষধি, জননী গো; তবে বিষম শঙ্কটে এ জীবন রয়॥

নাজানি কি পাপ ছিল জন্মান্তরে, তাই এ যাতনা পাইমা কলেবরে; বিড়ম্বিলা বিধি, না মিলে ওষধি, জননী গো; কত শত চিকিৎসকে হল পরাজয়॥—৩

রাগিণী কালনেংড়া—তাল একতালা।

হায়! এমন কি ঘটবে কপালে।

মিলে বন্ধুগণ, করি আয়োজন, লয়ে যাবে ভাগীরথীর কুলে॥

যিনি সুরধূনী পতিত পাবনী, বিষ্ণুপদোদ্ভবা ব্রহ্মসনাতনী; তটে শুয়ে তাঁর, কর্‌ব নমস্কার, বল্‌ব হরি হরি বাহু তুলে॥

কবে হবে মম হেন শুভদিন, জাহ্নবী জীবনে তেজিব জীবন; পাশরি এ দুঃখে, যাব পরলোকে, এ রোগের যন্ত্রণা রব ভুলে॥—৪

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

হরি! স্থান দেহ শ্রীচরণে।

এই দেহ প্রাণ মন, জীবন যৌবন, করেছি অর্পণ, একান্ত মনে॥

এ বিশ্ব প্রপঞ্চ অনিত্য নিরখি, নিত্য সত্যপূর্ণ তোমায় মাত্র দেখি; তাই সদা ডাকি, ওহে কমল আঁখি, তুমি জীবের গতি জীবনে মরণে॥

লভিয়া জনম এ অবনীতলে, সমাচ্ছন্ন সদা আছি মোহজালে, কি জানি কি লিপি লিখেছ কপালে, তব কৃপা বিনে বুঝিব কেমনে॥—৫

রাগিণী কালনেংড়া—তাল আড়খেমটা।

এই বাসনা মনে। আমার এই বাসনা মনে॥

রাধানাথ, অকস্মাৎ, যেন দরশন হে পাই নিদানে॥

শুনহে গোলকপতি, বামেতে লয়ে শ্রীমতি, যুগল বেশে, দাঁড়াও এসে, আমার হৃদয় বৃন্দাবনে॥

আমি অতি অনভিজ্ঞ, না করিলাম জাগ যজ্ঞ, কপাল ক্রমে উপসর্গ, ঘটালে রিপু ছয় জনে॥—৬

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেম্‌টা।

বলি! ও নাগর কানাই।
তোমার কি অখ্যাতি শুন্তে পাই॥

ওকি বল্‌ব তোমারে, আছি সরমে মরে, আরংজেবের ভয়ে এলে পালিয়ে জয়পুরে; (এখন) রাজ ভোগেতে, পাচ্ছ খেতে, বৃন্দাবন আর মনে নাই॥

(তুমি) নাশিতে ভূভার, হয়ে কৃষ্ণ অবতার, দ্বাপরেতে কত দৈত্যে করেছ সংহার; (এখন) পাতিনেড়ের পাল্লায় পড়ে, পাষাণ দেহ ধল্লে তাই॥—৭

রাগিণী বারয়াঁ—তাল ঠুংরী।

মা তোমার মহিমা অগোচর।
দেবগণে নাহি জানে (আমি) কি জানিব নর॥

পবিত্র সাবিত্রী নামে, সদা পূজ্য ভারত ভূমে, গায়ত্রী কি সরস্বতী (মায়ের) অভিন্ন অন্তর॥

চতুরঃ, চতুরানন, মা তোমায় করি সৃজন, কন্দর্পে মোহিত হেরি, (মায়ের) রূপ মনোহর॥

তেজি তাই ব্রহ্মপুরী, অবনীতে অবতরী, দুষ্কর পুষ্করে আছ (ওমা) পর্ব্বত উপর॥—৮

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

এই কি সেই কুরুক্ষেত্র রণস্থল। ওরে ভাই॥

সুধাই আমায় বল; হেরিলে বিদরে হিয়ে, আঁখি করে ছল ছল॥

কোথা ভীষ্ম কোথা দ্রোণ, কোথা জয়দ্রথ কর্ণ, রণোন্মত্ত ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা নৃপদল; দুর্য্যোধন পক্ষ হয়ে, পাণ্ডুপুত্রে কটু কয়ে, জয়াশা হৃদয়ে লয়ে, জ্বেলে ছিল যুদ্ধানল॥—৯

রাগিণী মূলতান—তাল আড়খেম্টা।

একি ভাব ভক্তিভাব প্রকাশিলে।

ওহে! গৌর হরি, হয়ে হরি, বল্‌ছ হরি বাহু তুলে॥

ভক্তিপ্রেমে মাতয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা, বাহ্যজ্ঞান হারা; ভুলে ঈশ্বরত্ব, প্রেমে মত্ত, চণ্ডালে করিলে কোলে॥

সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, আর যত ভক্তবৃন্দ, সবাই আনন্দ; নাশি ভবক্ষুধা, নামসুধা, জগজ্জনে বিলাইলে॥

হরিনাম সুধা, জগজ্জনে বিলাইলে॥—১০

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

হরি! দেখা দাও আমারে।

কৃপা করে এ কিঙ্করে॥

লয়েছি শরণ, ওহে জনার্দ্দন, অকিঞ্চন এই আকিঞ্চন করে ॥

হৃদিপদ্মাসনে কর অধিষ্ঠান, দরশন করি মুদিয়া নয়ান ; ভক্তি উপহার করিয়া প্রদান, (কৃত) কৃতার্থ হই অন্তরে ॥

আমি হে কুজ্ঞানী নাজানি সাধন, নাজানি ভজন নাজানি পূজন ; হইয়ে সদয়, হও হে উদয়, হৃদয়েরি ধন হৃদয় মাঝারে ॥—১১

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী —তাল পোস্তা।

ভাব মন একান্তরে, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে।
চল যাই বারানসী, হেরব কাশী কাশীশ্বরে ॥

আনন্দ কাননে যা'য়ে, মণিকর্ণীকাতে নেয়ে, অন্নপূর্ণার প্রসাদ খেয়ে, ধন্য হব এ সংসারে ॥

বেদাগমে আছে উক্তি, পূজিলে শিব আদ্যাশক্তি, অনায়াসে পাবে মুক্তি, শুন যুক্তি বলি তোরে ॥—১২

রগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

চল যাই অযোধ্যাপুরী তুলে শ্রীরাম নামের ধ্বনি।
হেরিব সেই রঘুনাথে বামে জনকনন্দিনী ॥

যে নামে হয়েছেন দীক্ষা শিক্ষাগুরু ত্রিশূলপাণি ; যে পদ পঙ্কজ আশে যোগে ভাবে যোগী মুনি। সে পদে শরণ নিলে জুড়াবে তাপিত প্রাণী ॥

হায়! সে পদ পল্লব ধন্য, কাষ্ঠতরী হল স্বর্ণ, পাটুনীর ঘুচিল দৈন্য, পুরাণে শুনি। আমি কি উপমা দিব, সে পদ অতি দুর্লভ, যে পদ পল্লব রজে মুক্ত অহল্যে পাষাণী ॥—১৩

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

গোকুলে গোয়ালার কুলে, মা তুমি জনমে ছিলে।
ভাণ্ডাইয়া কংশাসুরে, এসেছ মা বিন্ধ্যাচলে ॥
জানি মা তোমারে জানি, তুমি শিব মনোমোহিনী, আদ্যাশক্তি নারায়ণী, মা তোমায় সকলে বলে ॥
ভূভার নাশিতে হরি, মা তোমায় সহায় করি, বৃন্দাবনে অবতরি, কত লীলা প্রকাশিলে ॥—১৪

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ধন্য ওহে গয়াসুর মান্য তুমি ভূমণ্ডলে।
রণে জিনে, নারায়ণে, কি কৌশল খাটাইলে ॥
ভক্তি বলে হয়ে দক্ষ, তেজি ঈর্ষা পক্ষাপক্ষ, পিণ্ড করি উপলক্ষ, পাপী তাপি তরাইলে ॥

ভগীরথের ভাগীরথী, দিতে পিতৃকুলে গতি, তোমার এ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, নিঃস্বার্থ সকলে বলে ॥

বলি হে তোমারে বলি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এ ভারতে সবে মেলি, পিণ্ড পড়ায় পিতৃকুলে ॥—১৫

রাগিণী মূলতান—তাল তেলেনা।

আমার মন একবার, হরি বল বদনে।

বল বদনে, অতি যতনে, যেতে হবে না সেই রবিসুত সদনে ॥

জন্মিলে মরণ ভয়, একথা অন্যথা নয়, অদ্য কিম্বা শতান্তরে কে জানে ; থাকিতে চেতন, লহরে শরণ, (ও সেই) নিরদ বরণ রাধারমণে ॥

ভেবে দেখ কোথা ছিলে, কি কার্য্যে এ রাজ্যে এলে, কি বাণিজ্য খাটাইলে এ স্থানে ; পেয়ে প্রমদায়, ও তার প্রেমদায়, ভুলে তত্ত্ব পরমাত্ম্য মত্ত মদনে ॥—১৬

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

ভাবিতে ভাবিতে গেল চিরদিন।

হোল আয়ু ক্ষীণ, ফুরাল সুদিন, (এখন) যাকর কমলাপতি আমি অতি গতি হীন ॥

ভুমিষ্ঠ হলেম যে কালে, অজ্ঞানেতে মাতৃকোলে, সমাচ্ছন্ন মোহজালে, সর্ব্বক্ষণ পরাধীন; পোগণ্ডে অপূর্ব্ব লীলা, শিশু সঙ্গে ধূলাখেলা, ডাঙ্গা গোলা, বো-বোম ভোলা; ঘুরে বেড়াই নিশি দিন; পেয়ে যুবাকাল, করি তীলে তাল; (দেখি) সম্মুখে বার্দ্ধক্যদশা, আশা ভরসা বিলীন ॥—১৭

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

হরি! সংসার আশ্রমে, ভ্রমি ক্রমে ক্রমে, নিরখি এ নিরবধি।
পড়ে প্রমাদে বিবাদে, সাধারণে কাঁদে, মিলে না শান্তি ওষধি ॥

চক্ষুম্[illegible] [illegible] [illegible], স্পষ্ট দেখি আধিব্যাধি; তাহে কর্ম্মভোগ, [illegible] সংযোগ, নাশ রোগ গুণনিধি ॥

প্রপঞ্চেতে বশ, বটে অপৌরশ, পঞ্চানন রস আদি; নিঃস্বার্থ বিধানে, তত্ত্ব অনুপানে, নিদানে প্রদান যদি ॥—১৮

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

এসেছি আশার আশে, যা কর মা সুরধুনী।
পতিতে তারিতে ভবে, তুমি পতিতপাবনী ॥

মরি কিবা পুণ্য স্থান, সদা শান্তি বিরাজমান, দরশনে জন্মে জ্ঞান, পরশে পবিত্র মানি ॥

ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান, কুশাগ্রে দিয়ে দান, পাতকী পায় পরিত্রাণ, একথা পুরাণে শুনি ॥

মা আমি অধম অতি, কিঞ্চিত নাহি সুকৃতি, হরমে তাপ দুর্গতি, গঙ্গে গতি বিধায়িনী ॥—১৯

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

হেরিব এ দক্ষেশ্বরে, কভু কি মনেতে ছিল।
ভাগ্যবশে এ দূরদেশে এনে বিধি মিলাইল ॥

পুরাণে শুনেছি বাণী, দক্ষযজ্ঞে দাক্ষ্যায়নী, পতি নিন্দে কাণে শুনি, অভিমানে প্রাণ ত্যেজিল ॥

সে কথা শরণ হলে, অদ্যাপি হৃদয় গলে, শিবরাণী শিবকে ফেলে, একি খেলা খেলেছিল ॥—২০

রাগিণী বিভাষ—তাল কাওয়ালি।

মনের মানস পূর্ণ, করবে কিহে কৃপা করে।
দিয়ে পদতরী, ওহে হরি, লয়ে যাবে ভবপারে ॥

আমি হে পাষণ্ড মতি, কি জানি স্তুতি মিনতি, অগতি জনের গতি, তুমি ব্যক্ত চরাচরে ॥ (জানে ত্রিলোকবাসী)

নাহি করি ধন আশা, নাহি খুজি ভালবাসা, তব চরণ ভরসা, করে আছি একান্তরে॥ (আর চাই না কিছু)

বেষ্টিত বন্ধু সকলে, অর্দ্ধ নাভী গঙ্গাজলে, হরি হরি হরি বলে, ত্যেজিব এই কলেবরে॥ (মনে এই বাসনা)—২১

রাগিণী বিভাষ—তাল কাওয়ালি।

একবার! ডাক রসনা হরি বলে হরি বলে হরি বলে।
হরি হরি হরি বলে ডাকরে দু'বাহু তুলে॥

ভবে হরি নামের তরী, হরি ভবের কাণ্ডারী, যে বলে ভাই হরি হরি, তার কি অভাব ভূনগুলে॥

সত্যে সত্যধর্ম্ম তপ, ত্রেতায় যজ্ঞ মহোৎসব, দ্বাপরে অর্চ্চনা জপ, সংকীর্ত্তন এই কলিকালে॥

পূর্ণব্রহ্ম হরির নাম, কেবল কৈবল্যধাম, মুখে বল অবিশ্রাম, ভবের জ্বালা রবে ভুলে॥

মহাপাপী দুরাচারি, যদি বলে হরি হরি, সদয় হয়ে সেই শ্রীহরি, উদয় হন তার হৃদকমলে॥—২২

গীত সিন্ধু সম্পূর্ণ।